একাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

এই অধ্যায়ে গোকুলবাসীদের গোকুল ত্যাগ করে বৃন্দাবন যাত্রা এবং কৃষ্ণের বৎসাসুর ও বকাসুর বধলীলা বর্ণিত হয়েছে।

যমলার্জুন বৃক্ষ দুটির পতনের ফলে বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড শব্দ হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজ তখন অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে অন্যান্য গোকুলবাসীগণ সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখেছিলেন যে, যমলার্জুন বৃক্ষ দুটি ভগ্ন হয়েছে এবং কৃষ্ণ সেখানে উদূখলে বদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা বৃক্ষ দুটি ভগ্ন হওয়ার এবং কৃষ্ণের সেখানে থাকার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। তাঁরা মনে করেছিলেন, হয়ত সেটি শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-প্রয়াসী কোন অসুরের কার্য। তাঁরা তখন কৃষ্ণের খেলার সাথীদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেখানে কি হয়েছিল। শিশুরা তখন সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেও তারা তা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য মনে করেছিলেন, যে তা সত্য হতেও পারে, কারণ তাঁরা ইতিমধ্যেই কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বহু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতে দেখেছেন। নন্দ মহারাজ তখন কৃষ্ণকে দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত করেছিলেন।

এইভাবে কৃষ্ণ প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার বাৎসল্য প্রেম বর্ধন করার জন্য আশ্চর্যজনক সমস্ত ঘটনা প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা বিস্ময় এবং আনন্দ অনুভব করেছিলেন। 'যমলার্জুন বৃক্ষ ভগ্ন' ছিল সেই সমস্ত অদ্ভুত লীলার অন্যতম।

একদিন এক ফল পসারিণী ফল বিক্রী করার জন্য নন্দ মহারাজের গৃহে এলে, কৃষ্ণ তাঁর ছোট ছোট দুটি হাতে কিছু ধান নিয়ে তার বিনিময়ে তার কাছ থেকে ফল কিনতে যান। যাওয়ার সময় তাঁর হাত থেকে প্রায় সমস্ত ধান পড়ে যায়, কেবল দু-একটি মাত্র দানা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু সেই ফল পসারিণী কৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহবশত তার বিনিময়েই কৃষ্ণের দুই হাত ফলে পূর্ণ করে দিয়েছিল। তা করা মাত্রই তার ফলের ঝুড়িটিও মণিরত্নে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

তারপর গোকুলে নানা প্রকার উৎপাত হচ্ছে দেখে তাঁরা ব্রজধাম বৃন্দাবনে যেতে

স্থির করেছিলেন, এবং তার পরের দিন তারা সকলে প্রস্থান করেছিলেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ এবং বলরাম বাল্যলীলা সমাপন করে গোবৎসদের গোচারণে নিয়ে যাওয়ার লীলা শুরু করেছিলেন। সেই সময় বৎসাসুর নামক একটি অসুর গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং নিহত হয়। বিশাল বকরূপী আর একটি অসুরও নিহত হয়। কৃষ্ণের খেলার সাথীরা সেই সমস্ত ঘটনা তাঁদের মায়েদের কাছে বলেছিলেন। মায়েরা কিন্তু কৃষ্ণের খেলার সাথী তাঁদের পুত্রদের কথায় বিশ্বাস করতে পারতেন না। কিন্তু বাৎসল্য রসে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের এই সমস্ত বর্ণনা উপভোগ করতেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

গোপা নন্দাদয়ঃ শ্রুত্বা দ্রুময়ো পততোরবম্ ।
তত্রাজগ্মুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গোপাঃ**—গোপগণ; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ মহারাজ প্রভৃতি; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দ্রুময়োঃ**—বৃক্ষ দুটির; **পততোঃ**—পতন, **রবম্**—বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড শব্দ; **তত্র**—সেখানে; **আজগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **কুরু-শ্রেষ্ঠঃ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নির্ঘাত-ভয়-শঙ্কিতাঃ**—বজ্রপাত হয়েছে বলে আশঙ্কা করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যমলার্জুন বৃক্ষ দুটি পতিত হলে, নন্দ মহারাজ আদি গোপেরা সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে বজ্রপাত হয়েছে বলে আশঙ্কা করে সেখানে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

ভূম্যাং নিপতিতৌ তত্র দদৃশুর্যমলার্জুনৌ ।
বভ্রমুস্তদবিজ্ঞায় লক্ষ্যং পতনকারণম্ ॥ ২ ॥

ভূম্যাম্—ভূমিতে; **নিপতিতৌ**—পতিত; **তত্র**—সেখানে; **দদৃশুঃ**—তাঁরা সকলে দেখেছিলেন; **যমল-অর্জুনৌ**—যমজ অর্জুন বৃক্ষ দুটি; **বভ্রমুঃ**—বিভ্রান্ত হয়েছিলেন;

তৎ—তা; **অবিজ্ঞায়**—কিন্তু তাঁরা স্থির করতে পারলেন না; **লক্ষ্যম্**—যদিও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন যে বৃক্ষ দুটি নিপতিত হয়েছে; **পতন-কারণম্**—তাদের পতনের কারণ (সহসা তা হল কি করে?)।

অনুবাদ

তাঁরা সেখানে এসে ভূতলে পতিত অর্জুন বৃক্ষ দুটি দেখতে পেলেন। যদিও তাঁরা দেখতে পেরেছিলেন যে, বৃক্ষ দুটি নিপতিত হয়েছে, কিন্তু বিভ্রান্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা বৃক্ষ দুটির পতনের কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করলে প্রশ্ন ওঠে শ্রীকৃষ্ণ কি তা করেছিলেন? তিনি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তাঁর খেলার সাথীরা বলেছিল যে, কৃষ্ণই তা করেছিলেন। সত্যিই কি কৃষ্ণ তা করেছিলেন, না কি তা মনগড়া গল্পকথা? সেটিই ছিল তাঁদের বিভ্রান্তির কারণ।

শ্লোক ৩

উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং চ বালকম্ ।
কস্যেদং কুত আশ্চর্যমুৎপাত ইতি কাতরাঃ ॥ ৩ ॥

উলূখলম্—উদূখল; **বিকর্ষন্তম্**—আকর্ষণ করে; **দাম্না**—রজ্জুর দ্বারা; **বদ্ধম্ চ**—আবদ্ধ হয়ে; **বালকম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **কস্য**—কার; **ইদম্**—এই; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **আশ্চর্যম্**—এই আশ্চর্য ঘটনা; **উৎপাতঃ**—উপদ্রব; **ইতি**—এইভাবে; **কাতরাঃ**—তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে উদূখল আকর্ষণ করছিলেন। কিন্তু সে বৃক্ষ দুটি উৎপাটন করল কি করে? প্রকৃতপক্ষে কে সেটি করেছে? এই ঘটনার সূত্রটি কোথায়? এই সমস্ত আশ্চর্যজনক বিষয় চিন্তা করে গোপেরা উদ্বিগ্ন এবং বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

গোপেরা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ দুটি বৃক্ষের মাঝখানে ছিলেন, এবং যদি বৃক্ষ দুটি তাঁর উপর পড়ত তা হলে যে তাঁর কি হত তা কল্পনাও করা

যায় না। কিন্তু তিনি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটেছে। অতএব এই সমস্ত কে করল? এমন আশ্চর্যজনকভাবে এই ঘটনাটিও বা ঘটল কি করে? এইভাবে বিবেচনা করে তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন এবং উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, ভগবান ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর কিছু হয়নি।

শ্লোক ৪

বালা ঊচুরনেনেতি তির্যগ্গতমুলূখলম্ ।
বিকর্ষতা মধ্যগেন পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি ॥ ৪ ॥

বালাঃ—অন্য সমস্ত বালকেরা; **ঊচুঃ**—বলেছিল; **অনেন**—তাঁর দ্বারা (কৃষ্ণের দ্বারা); **ইতি**—এইভাবে; **তির্যক্**—বক্রভাবে; **গতম্**—যা হয়েছে; **উলূখলম্**—উদূখল; **বিকর্ষতা**—কৃষ্ণের দ্বারা আকর্ষণের ফলে; **মধ্যগেন**—দুটি বৃক্ষের মাঝখানে গিয়ে; **পুরুষৌ**—দুটি সুন্দর পুরুষ; **অপি**—ও; **অচক্ষ্মহি**—আমরা স্বচক্ষে তা দর্শন করেছি।

অনুবাদ

তখন সমস্ত গোপবালকেরা বলেছিল—কৃষ্ণই তা করেছে। সে যখন দুটি বৃক্ষের মাঝখানে যায়, তখন উদূখলটি বক্রভাবে তাদের মাঝখানে আটকে যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই উদূখলটি আকর্ষণ করায় বৃক্ষ দুটি পতিত হয়। তারপর দুজন অতি সুন্দর পুরুষ সেই বৃক্ষ দুটি থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা স্বচক্ষে তা দর্শন করেছি।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের খেলার সাথীরা কৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজকে প্রকৃত ঘটনাটির বর্ণনা করে বলতে চেয়েছিলেন যে, কেবল গাছটিই ভেঙ্গে পড়েনি, সেই গাছ দুটির মধ্যে থেকে দুজন দিব্য পুরুষ বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, এবং আমরা তা স্বচক্ষে দর্শন করেছি।"

শ্লোক ৫

ন তে তদুক্তং জগৃহুর্ন ঘটেতেতি তস্য তৎ ।
বালস্যোৎপাটনং তর্বোঃ কেচিৎ সন্দিগ্ধচেতসঃ ॥ ৫ ॥

ন—না; **তে**—গোপেরা; **তৎ-উক্তম্**—বালকদের কথায়; **জগৃহুঃ**—সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন; **ন ঘটেত**—তা হতে পারে না; **ইতি**—এইভাবে; **তস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **তৎ**—কার্যকলাপ; **বালস্য**—কৃষ্ণের মতো ছোট একটি বালকের পক্ষে; **উৎপাটনম্**—উৎপাটন করা; **তর্বোঃ**—দুটি বৃক্ষের; **কেচিৎ**—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ; **সন্দিগ্ধ-চেতসঃ**—সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন (কারণ গর্গমুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই শিশুটি নারায়ণের সমতুল্য হবেন)।

অনুবাদ

গভীর বাৎসল্য প্রেমের ফলে, নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপেরা বিশ্বাস করতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ এত আশ্চর্যজনকভাবে বৃক্ষ দুটি উৎপাটন করেছিলেন। তাই তাঁরা বালকদের কথায় বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে কারও কারও মনে কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, "যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের সমতুল্য হবে, তাই সে এই কার্য করেও থাকতে পারে।"

তাৎপর্য

এক বিচার ছিল যে, এত ছোট একটি বালকের পক্ষে দুটি বৃক্ষ এইভাবে উৎপাটন করা অসম্ভব। কিন্তু অন্যদের মনে সন্দেহ হয়েছিল, কারণ কৃষ্ণ নারায়ণের সমতুল্য হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। তাই গোপেরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্বমাত্মজম্ ।
বিলোক্য নন্দঃ প্রহসদ্বদনো বিমুমোচ হ ॥ ৬ ॥

উলূখলম্—উদূখল; **বিকর্ষন্তম্**—আকর্ষণ করে; **দাম্না**—রজ্জুর দ্বারা; **বদ্ধম্**—আবদ্ধ; **স্বম্ আত্মজম্**—তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **প্রহসৎ-বদনঃ**—সেই অদ্ভুত শিশুটিকে দর্শন করে তাঁর মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়েছিল; **বিমুমোচ হ**—তাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ তাঁর পুত্রকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় উদূখল আকর্ষণ করতে দেখে হাসি মুখে তাঁকে বন্ধন মুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের মাতা যশোদা তাঁর প্রিয় পুত্রটিকে এইভাবে বন্ধন করেছেন দেখে নন্দ মহারাজ বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে তো তাঁর গভীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তা হলে এত নিষ্ঠুরভাবে তিনি তাঁকে উদূখলে বাঁধলেন কি করে? নন্দ মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল প্রেমের বিনিময়, এবং তাই তিনি হেসে কৃষ্ণকে বন্ধন মুক্ত করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ জীবদের সকাম কর্মের বন্ধনে বাঁধেন, কিন্তু মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজকে তিনি বাৎসল্য প্রেমের বন্ধনে বেঁধেছেন। এটিই তাঁর লীলা।

শ্লোক ৭

গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ ।
উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ ॥ ৭ ॥

গোপীভিঃ—গোপীদের দ্বারা; **স্তোভিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **অনৃত্যৎ**—শিশুকৃষ্ণ নাচতেন; **ভগবান্**—যদিও তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান; **বালবৎ**—ঠিক একটি নরশিশুর মতো; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **উদ্গায়তি**—গান করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **মুগ্ধঃ**—মুগ্ধ হয়ে; **তৎ-বশঃ**—তাঁদের বশীভূত; **দারু-যন্ত্র-বৎ**—ঠিক একটি কাঠের পুতুলের মতো।

অনুবাদ

গোপীরা বলতেন, "কৃষ্ণ, তুমি যদি নাচ, তা হলে আমরা তোমাকে এই লাড্ডুটি দেব।" এই প্রকার বাক্যের দ্বারা অথবা করতালির দ্বারা তারা নানাভাবে কৃষ্ণকে উৎসাহিত করতেন। তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান হওয়া সত্ত্বেও হাসতে হাসতে তাঁদের ইচ্ছামতো নাচতেন, যেন তিনি ছিলেন তাঁদের হাতের পুতুল। কখনও কখনও তাঁদের অনুরোধে তিনি উচ্চৈঃস্বরে গান করতেন। এইভাবে কৃষ্ণ সর্বতোভাবে গোপীদের বশীভূত ছিলেন।

শ্লোক ৮

বিভর্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্ ।
বাহুক্ষেপং চ কুরুতে স্বানাং চ প্রীতিমাবহন্ ॥ ৮ ॥

বিভর্তি—শ্রীকৃষ্ণ কোন বস্তু ওঠাতে যেন অক্ষম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **আজ্ঞপ্তঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **পীঠক-উন্মান**—কাঠের পিঁড়ি এবং মাপার জন্য কাঠের পাত্র; **পাদুকম্**—পাদুকা; **বাহু-ক্ষেপম্ চ**—হাত তুলে পরাক্রম প্রদর্শন করে; **কুরুতে**—করেন; **স্বানাম্ চ**—তার আত্মীয়স্বজন, গোপীগণ এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ বন্ধুদের; **প্রীতিম্**—আনন্দ; **আবহন্**—উৎপাদন করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও মা যশোদা এবং তাঁর সখীরা কৃষ্ণকে বলতেন, "এটা নিয়ে এস" অথবা "ওটা নিয়ে এস।" কখনও কখনও তাঁরা তাঁকে কাঠের পিঁড়ি, পাদুকা অথবা ধান মাপার কাঠের পাত্র নিয়ে আসতে বলতেন। মায়ের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ তা আনার চেষ্টা করতেন। কখনও কখনও তিনি যেন তা ওঠাতে অক্ষম, এইভাবে তিনি তা ছুঁয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কখনও আবার তাঁর আত্মীয়বর্গের হর্ষ উৎপাদন করার জন্য তাঁর হাত তুলে বিক্রম প্রকাশ করতেন।

শ্লোক ৯

দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোক আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্ ।
ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ ॥ ৯ ॥

দর্শয়ন্—প্রদর্শন করে; **তৎ-বিদাম্**—কৃষ্ণের কার্যকলাপ যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, সেই সব ব্যক্তিদের নিকট; **লোকে**—সমগ্র জগতে; **আত্মনঃ**—নিজের; **ভৃত্য-বশ্যতাম্**—তাঁর ভৃত্যদের আদেশ পালনে কিভাবে তিনি সম্মত হন; **ব্রজস্য**—ব্রজভূমির; **উবাহ**—সম্পন্ন করেছিলেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **হর্ষম্**—আনন্দ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাল-চেষ্টিতৈঃ**—বালকোচিত কার্যকলাপের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভৃত্যদের দ্বারা কিভাবে বশীভূত হন, তা তাঁর কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম জগতে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের নিকট প্রদর্শন করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর বালকোচিত কার্যকলাপের দ্বারা ব্রজবাসীদের আনন্দ বর্ধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর ভক্তদের আনন্দ বর্ধনের জন্য তাঁর বাল্যলীলা বিলাস করেছিলেন, তা আর একটি চিন্ময় রস। তিনি কেবল ব্রজবাসীদেরই তাঁর এই সমস্ত লীলা প্রদর্শন করেননি, যারা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা মুগ্ধ, তাদেরও প্রদর্শন করেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং তাঁর অনন্ত শক্তির দ্বারা মুগ্ধ বহিরঙ্গ ভক্ত, উভয়কেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন শ্রীকৃষ্ণের বাসনা অনুসারে তাঁর দাসের অনুদাস হন।

শ্লোক ১০

ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্বফলপ্রদঃ ॥ ১০ ॥

ক্রীণীহি—ক্রয় করুন; **ভোঃ**—ও প্রতিবেশীগণ; **ফলানি**—পাকা ফল; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **সত্বরম্**—অতি শীঘ্র; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ফল-অর্থী**—ফল পাওয়ার বাসনায়; **ধান্যম্ আদায়**—ধান গ্রহণ করে; **যযৌ**—ফল বিক্রয়কারিণীর কাছে গিয়েছিলেন; **সর্ব-ফল-প্রদঃ**—সকলকে সর্বপ্রকার ফল প্রদানকারী ভগবান, এখন স্বয়ং ফলাকাঙ্ক্ষী হয়েছেন।

অনুবাদ

একসময় এক ফল বিক্রয়িণী "হে ব্রজবাসীগণ, তোমরা যদি ফল কিনতে চাও, তা হলে এখানে এস!" বলে ফল বিক্রয় করছিল, তখন সর্বফল প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ ফল লাভের উদ্দেশ্যে কিছু ধান নিয়ে তার বিনিময়ে ফল গ্রহণের আশায় সেখানে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সাধারণত আদিবাসীরা গ্রামে গিয়ে ফল বিক্রি করে। আদিবাসীরাও যে কৃষ্ণের প্রতি কত আসক্ত ছিল, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। আদিবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্যদের অনুকরণে ধানের বিনিময়ে ফল কেনার জন্য তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে যেতেন।

শ্লোক ১১

ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ম্ ।
ফলৈরপূরয়দ্ রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ ॥ ১১ ॥

ফল-বিক্রয়িণী—ফল বিক্রয়কারিণী আদিবাসী রমণী; **তস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **চ্যুত-ধান্য**—বিনিময়ের জন্য তিনি যে ধান নিয়ে এসেছিলেন, তা প্রায় সবই তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল; **কর-দ্বয়ম্**—করদ্বয়; **ফলৈঃ অপূরয়ৎ**—ফল বিক্রয়কারিণী তাঁর ছোট ছোট হাত দুটি ভরে ফল দিয়েছিলেন; **রত্নৈঃ**—মণিরত্নে; **ফল-ভাণ্ডম্**—ফলের ঝুড়ি; **অপূরি চ**—পূর্ণ হয়েছিল।

অনুবাদ

দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে প্রায় সমস্ত ধান পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই ফল বিক্রয়িণী কৃষ্ণের দু হাত ভরে ফল দিয়েছিল, এবং তার ফলে তার ফলের ঝুড়িটি তৎক্ষণাৎ মণি-মাণিক্যে পূর্ণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

কৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, কেউ যদি তাঁকে একটি পাতা, একটি ফল, একটি ফুল অথবা একটু জল দান করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করেন। তা কেবল ভক্তি সহকারে নিবেদন করতে হয়, সেটিই কেবল একমাত্র শর্ত (*যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি*)। তা না হলে, কেউই যদি অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, "আমার এত ঐশ্বর্য রয়েছে এবং আমি কৃষ্ণকে তার কিছুটা দিচ্ছি," তা হলে শ্রীকৃষ্ণ সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করবেন না। ফল বিক্রয়িণীটি যদিও ছিলেন দরিদ্র আদিবাসী রমণী, তবুও তিনি গভীর স্নেহে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি ধানের বিনিময়ে কিছু ফল নেওয়ার জন্য আমার কাছে এসেছ। সেই ধানগুলি প্রায় সবই তোমার হাত থেকে পড়ে গেছে, তবুও তুমি আমার কাছ থেকে যত ইচ্ছা ফল নিতে পার।" এই বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দুহাত ভরে ফল দিয়েছিলেন। তার বিনিময়ে কৃষ্ণ তার ফলের ঝুড়িটি মণি-মাণিক্যে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা লাভ করা যায় যে, ভক্তি এবং প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে যা কিছু নিবেদন করা হয়, তার বিনিময়ে শ্রীকৃষ্ণ, জড়-জাগতিক এবং চিন্ময়, উভয়রূপেই কোটি কোটি গুণ অধিক ফল প্রদান করেন। মূল কথা হচ্ছে প্রেমের বিনিময়। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) শিক্ষা দিয়েছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।" মানুষের কর্তব্য তার উপার্জন থেকে প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে কিছু নিবেদন করা। তা হলে তার জীবন সার্থক হবে। শ্রীকৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য পূর্ণ; তাঁর কারও কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে কিছু নিবেদন করতে প্রস্তুত থাকে, তা হলে তারই লাভ হয়। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, কারও মুখ যখন সাজানো হয়, তার মুখের প্রতিবিম্বটিও সেইভাবে সাজানো দেখায়। তেমনই, আমরা যদি আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার চেষ্টা করি, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ বা প্রতিবিম্ব আমরা আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য সহ সুখী হতে পারব। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই আনন্দময়, কারণ তিনি *আত্মারাম*, অর্থাৎ তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট।

শ্লোক ১২

সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জুনমথাহ্বয়ৎ ।
রামং চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈর্ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

সরিৎ-তীর—নদীর তীরে; **গতম্**—যিনি গিয়েছিলেন; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণকে; **ভগ্ন-অর্জুনম্**—যমলার্জুন বৃক্ষ ভগ্ন করার পর; **অথ**—তারপর; **আহ্বয়ৎ**—আহ্বান করেছিলেন; **রামম্ চ**—এবং বলরামকে; **রোহিণী**—বলরামের মাতা; **দেবী**—লক্ষ্মীদেবী; **ক্রীড়ন্তম্**—ক্রীড়ারত; **বালকৈঃ**—অন্য বালকদের সঙ্গে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে।

অনুবাদ

যমলার্জুন বৃক্ষ উৎপাটনের পর, একদিন রোহিণীদেবী নদীর তীরে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ারত কৃষ্ণ এবং বলরামকে ডাকতে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

রোহিণীদেবী যদিও ছিলেন বলরামের মাতা, তবুও মা যশোদা কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি রোহিণীদেবীর থেকেও অধিক অনুরক্ত ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হওয়ায়, মা যশোদা রোহিণীদেবীকে পাঠিয়েছিলেন ক্রীড়ারত কৃষ্ণ এবং বলরামকে ডেকে আনার জন্য। তাই রোহিণীদেবী তাঁদের ডাকতে গিয়েছিলেন তাঁদের খেলা সাঙ্গ করে ঘরে ফিরে আসার জন্য।

শ্লোক ১৩

নোপেয়াতাং যদাহূতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ ।
যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলাম্ ॥ ১৩ ॥

ন উপেয়াতাম্—ঘরে ফিরে না আসায়; **যদা**—যখন; **আহূতৌ**—তাদের খেলা সাঙ্গ করে ফিরে আসার জন্য ডাকা হয়েছিল; **ক্রীড়া-সঙ্গেন**—অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলা করতে অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে; **পুত্রকৌ**—দুই পুত্র (কৃষ্ণ এবং বলরাম); **যশোদাম্ প্রেষয়াম্ আস**—তাঁদের ডেকে আনার জন্য মা যশোদাকে পাঠিয়েছিলেন; **রোহিণী**—মাতা রোহিণী; **পুত্র-বৎসলাম্**—কারণ মা যশোদা কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি অধিক স্নেহশীলা ছিলেন।

অনুবাদ

অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলায় অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, রোহিণীদেবীর আহ্বানে কৃষ্ণ এবং বলরাম ঘরে ফিরে এলেন না। তাই রোহিণীদেবী মা যশোদাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ডেকে আনতে, কারণ মা যশোদা কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি অধিক স্নেহশীলা ছিলেন।

তাৎপর্য

যশোদাং প্রেষয়ামাস। এই শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, রোহিণীদেবীর আহ্বানে কৃষ্ণ এবং বলরাম ঘরে ফিরে আসতে না চাওয়ায়, রোহিণীদেবী মনে করেছিলেন যে, যদি মা যশোদা তাঁদের ডাকেন, তা হলে তাঁরা ফিরে আসবেন। কারণ মা যশোদা কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি অধিক স্নেহশীলা ছিলেন।

শ্লোক ১৪

ক্রীড়ন্তং সা সুতং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্ ।
যশোদাঽজোঽহবীৎ কৃষ্ণং পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী ॥ ১৪ ॥

ক্রীড়ন্তম্—ক্রীড়ারত; **সা**—মা যশোদা; **সুতম্**—তাঁর পুত্র; **বালৈঃ**—অন্যান্য বালকদের সঙ্গে; **অতি-বেলম্**—অনেক বেলা হওয়া সত্ত্বেও; **সহ-অগ্রজম্**—যিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে খেলা করছিলেন; **যশোদা**—মা যশোদা; **অজোহবীৎ**—আহ্বান করেছিলেন ("কৃষ্ণ এবং বলরাম, তোমরা এখানে এস!"); **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **পুত্র-স্নেহ-স্নুত-স্তনী**—যখন তাঁদের ডাকছিলেন তখন দিব্য প্রেম এবং স্নেহবশত তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল।

অনুবাদ

কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের খেলায় এত আসক্ত ছিলেন যে, অনেক বেলা হয়ে গেলেও তাঁরা তাঁদের খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলছিলেন। তাই মা যশোদা তাঁদের খাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি তাঁর বাৎসল্য স্নেহবশত তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

অজোহবীৎ শব্দটির অর্থ 'বার বার তাঁদের ডেকেছিলেন'। তিনি বলেছিলেন, "কৃষ্ণ-বলরাম, এখন ঘরে ফিরে এস। খাওয়ার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোমরা অনেক খেলেছ। এখন ফিরে এস।"

শ্লোক ১৫

কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব ।
অলং বিহারৈঃ ক্ষুৎক্ষান্তঃ ক্রীড়াশ্রান্তোঽসি পুত্রক ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ অরবিন্দ-অক্ষ—হে কৃষ্ণ, হে বৎস, হে কমলনয়ন কৃষ্ণ; **তাত**—হে প্রিয়; **এহি**—এখানে এস; **স্তনম্**—স্তনদুগ্ধ; **পিব**—পান কর; **অলম্ বিহারৈঃ**—তারপর আর খেলার কোন আবশ্যকতা নেই; **ক্ষুৎ-ক্ষান্তঃ**—ক্ষুধায় কাতর; **ক্রীড়া-শ্রান্তঃ**—খেলার ফলে পরিশ্রান্ত; **অসি**—তুমি হয়েছ; **পুত্রক**—হে পুত্র।

অনুবাদ

মা যশোদা বললেন—হে বৎস কৃষ্ণ, হে কমলনয়ন, তুমি এখন আমার কাছে এসে স্তন পান কর। হে বৎস, তুমি নিশ্চয়ই এখন ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়েছ এবং এতক্ষণ ধরে খেলার ফলে শ্রান্ত হয়েছ। আর এখন খেলার প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ১৬

হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন ।
প্রাতরেব কৃতাহারস্তদ্ ভবান্ ভোক্তুমর্হতি ॥ ১৬ ॥

হে রাম—হে বৎস বলরাম; **আগচ্ছ**—এস; তাত—হে প্রিয়; **আশু**—শীঘ্র; **স-অনুজঃ**—তোমার ছোট ভাইটি সহ; **কুল-নন্দন**—আমাদের বংশের গৌরব; **প্রাতঃ এব**—সকালবেলায়; **কৃত-আহারঃ**—তোমরা ভোজন করেছ; **তৎ**—অতএব; **ভবান্**—তোমরা; **ভোক্তুম্**—খাওয়ার জন্য; **অর্হতি**—উচিত।

অনুবাদ

হে কুলনন্দন, বৎস বলদেব, তোমার ছোট ভাই কৃষ্ণসহ শীঘ্র এখানে এস। তোমরা সেই সকালবেলায় ভোজন করেছ, অতএব এখন তোমাদের ভোজন করা উচিত।

শ্লোক ১৭

প্রতীক্ষতেত্বাং দাশার্হ ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ ।
এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহান্ যাত বালকাঃ ॥ ১৭ ॥

প্রতীক্ষতে—প্রতীক্ষা করছেন; **ত্বাম্**—তোমাদের (কৃষ্ণ এবং বলরামের) জন্য; **দাশার্হ**—হে বলরাম; **ভোক্ষ্যমাণঃ**—ভোজনাভিলাষী; **ব্রজ-অধিপঃ**—ব্রজরাজ নন্দ মহারাজ; **এহি**—এখানে এস; **আবয়োঃ**—আমাদের; **প্রিয়ম্**—আনন্দ; **ধেহি**—একটু বিবেচনা কর; **স্ব-গৃহান্**—তাদের গৃহে; **যাত**—তারা যাক; **বালকাঃ**—অন্যান্য বালকেরা।

অনুবাদ

হে বৎস বলরাম, নন্দ মহারাজ ভোজন অভিলাষী হয়ে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অতএব আমাদের আনন্দ বিধানের জন্য এখানে এস। কৃষ্ণ এবং তোমার সঙ্গে যে সমস্ত ছেলেরা খেলা করছে, তারাও এখন তাদের ঘরে ফিরে যাক।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, নন্দ মহারাজ সব সময় তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ এবং বলরামের সঙ্গে ভোজন করতেন। যশোদাদেবী অন্যান্য বালকদের বলেছিলেন, "এখন তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাও।" পিতা সাধারণত তাঁর পুত্রের সঙ্গে একত্রে আহার করেন, তাই মা যশোদা কৃষ্ণ এবং বলরামকে ফিরে আসতে বলেছিলেন, এবং অন্যান্য বালকদের গৃহে ফিরে যেতে বলেছিলেন, যাতে তাদের পিতাদেরও তাদের জন্য অপেক্ষা করতে না হয়।

শ্লোক ১৮

ধূলিধূসরিতাঙ্গস্ত্বং পুত্র মজ্জনমাবহ ।
জন্মর্ক্ষং তেঽদ্য ভবতি বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ ॥ ১৮ ॥

ধূলি-ধূসরিত-অঙ্গঃ ত্বম্—তোমার দেহ ধূলি-ধূসরিত হয়েছে; **পুত্র**—হে পুত্র; **মজ্জনম্ আবহ**—স্নান করে পরিষ্কার হও; **জন্ম-ঋক্ষম্**—শুভ জন্মনক্ষত্র; **তে**—তোমার; **অদ্য**—আজ; **ভবতি**—হয়; **বিপ্রেভ্যঃ**—শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের; **দেহি**—দান কর; **গাঃ**—গাভি; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়ে।

অনুবাদ

মা যশোদা কৃষ্ণকে বললেন—হে বৎস, সারাদিন খেলা করার ফলে তোমার শরীর ধূলায় মলিন হয়েছে, অতএব এখন এস, স্নান করে পরিষ্কার হবে। আজ তোমার জন্মনক্ষত্র। তাই পবিত্র হয়ে ব্রাহ্মণদের গাভী দান কর।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতির একটি প্রথা হচ্ছে যে, যখনই কোন শুভ উৎসব হয়, তখন ব্রাহ্মণদের মূল্যবান গাভী দান করা হয়। তাই মা যশোদা কৃষ্ণকে বলেছিলেন,

"খেলায় এত মনোযোগী না হয়ে, এখন দানকার্যে মনোযোগী হও।" *যজ্ঞদানতপকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।* *ভগবদ্গীতায় (১৮/৫)* উপদেশ দেওয়া হয়েছে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। *যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্*—আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত হলেও এই তিনটি কর্তব্য ত্যাগ করা উচিত নয়। নিজের জন্মোৎসব পালন করার জন্য (*যজ্ঞ, দান* অথবা *তপঃ*) এই তিনটি কার্যের যে কোন একটি অথবা সব কটি করা কর্তব্য।

শ্লোক ১৯

পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টান্ স্বলঙ্কৃতান্ ।
ত্বং চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ ॥ ১৯ ॥

পশ্য পশ্য—দেখ দেখ; **বয়স্যান্**—তোমাদের সমবয়সী বালকেরা; **তে**—তোমাদের; **মাতৃ-মৃষ্টান্**—তাদের মায়েরা তাদের পরিষ্কার করেছেন; **সু-অলঙ্কৃতান্**—সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হয়েছে; **ত্বম্ চ**—তোমরাও; **স্নাতঃ**—স্নান করে; **কৃত-আহারঃ**—এবং আহার করে; **বিহরস্ব**—তাদের সঙ্গে বিহার কর; **সু-অলঙ্কৃতঃ**—তাদের মতো সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে।

অনুবাদ

দেখ দেখ, তোমাদের সমবয়সী খেলার সাথীরা তাদের মায়েদের দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত হয়েছে। তোমরাও এখন স্নান এবং আহার করে অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত হও। তারপর তোমরা আবার তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে পার।

তাৎপর্য

সাধারণত ছোট বালকেরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে ভালবাসে। এক বন্ধু কিছু করলে অন্য বন্ধুও কিছু করতে চায়। তাই মা যশোদা কৃষ্ণকে বলেছিলেন, তাঁর খেলার সাথীরা কত সুন্দরভাবে বিভূষিত ছিল, যাতে কৃষ্ণও তাদের মতো সাজতে অনুপ্রাণিত হয়।

শ্লোক ২০

ইত্থং যশোদা তমশেষশেখরং
মত্বা সুতং স্নেহনিবদ্ধধীর্নৃপ ।
হস্তে গৃহীত্বা সহরামমচ্যুতং
নীত্বা স্ববাটং কৃতবত্যথোদয়ম্ ॥ ২০ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **যশোদা**—মা যশোদা; **তম্ অশেষ-শেখরম্**—সমস্ত মঙ্গলময় বস্তুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে, যাঁর অশুদ্ধ বা মলিনতার কোন প্রশ্ন ওঠে না; **মত্বা**—মনে করে; **সুতম্**—তাঁর পুত্ররূপে; **স্নেহ-নিবদ্ধ-ধীঃ**—গভীর স্নেহের ফলে; **নৃপ**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **হস্তে**—হাতে; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **সহ-রামম্**—বলরাম সহ; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে; **নীত্বা**—নিয়ে এসে; **স-বাটম্**—গৃহে; **কৃতবতী**—করেছিলেন; **অথ**—এখন; **উদয়ম্**—স্নান, প্রসাধন এবং অলঙ্কৃত করার ফলে উজ্জ্বল হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মা যশোদা গভীর স্নেহের ফলে সমস্ত ঐশ্বর্যের চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। তার ফলে তিনি বলরাম সহ তাঁর হাত ধরে তাঁকে গৃহে নিয়ে এসেছিলেন, এবং তারপর তাঁদের স্নান, প্রসাধন এবং ভোজন করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত, তাই তাঁর স্নান অথবা প্রসাধনের কোন প্রয়োজন হয় না, তবুও মা যশোদা গভীর পুত্রস্নেহের ফলে তাঁকে একটি সাধারণ বালক বলে মনে করতেন এবং তাঁকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতেন।

শ্লোক ২১

শ্রীশুক উবাচ

গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্বনে ।
নন্দাদয়ঃ সমাগম্য ব্রজকার্যমমন্ত্রয়ন্ ॥ ২১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গোপ-বৃদ্ধাঃ**—বৃদ্ধ গোপগণ; **মহা-উৎপাতান্**—নানা প্রকার বিপদ; **অনুভূয়**—অনুভব করে; **বৃহদ্বনে**—বৃহদ্বন নামক স্থানে; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপগণ; **সমাগম্য**—সমবেত হয়েছিলেন; **ব্রজ-কার্যম্**—ব্রজভূমির কর্তব্য; **অমন্ত্রয়ন্**—মহাবনে বার বার যে সমস্ত উৎপাত হচ্ছে, তা বন্ধ করার বিষয়ে বিবেচনা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর একসময় বৃহদ্বনে মহা উৎপাত হচ্ছে দেখে নন্দ মহারাজ প্রমুখ বৃদ্ধ গোপগণ সকলে মিলিত হয়ে বিবেচনা করেছিলেন, ব্রজে যে বার বার উপদ্রব হচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য কি করা কর্তব্য।

শ্লোক ২২

তত্রোপানন্দনামাহ গোপো জ্ঞানবয়োঽধিকঃ ।
দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রিয়কৃদ্ রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ২২ ॥

তত্র—সেই সভায়; **উপানন্দ-নামা**—উপানন্দ নামক (নন্দ মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা); **আহ**—বলেছিলেন; **গোপঃ**—গোপ; **জ্ঞান-বয়ঃ-অধিকঃ**—যিনি জ্ঞান এবং বয়সে সকলের থেকে প্রবীণ ছিলেন; **দেশ-কাল-অর্থ-তত্ত্বজ্ঞঃ**—দেশ, কাল এবং অর্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ; **প্রিয়কৃৎ**—হিত সাধনের জন্য; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—ভগবান বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

গোকুলের সেই সভায় দেশ, কাল এবং অর্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ, এবং জ্ঞানে ও বয়সে সব চাইতে প্রবীণ উপানন্দ নামক গোপ রাম এবং কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য এই প্রস্তাবটি করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

উত্থাতব্যমিতোঽস্মাভির্গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ ।
আয়ান্ত্যত্র মহোৎপাতা বালানাং নাশহেতবঃ ॥ ২৩ ॥

উত্থাতব্যম্—এই স্থান ত্যাগ করা উচিত; **ইতঃ**—এখান থেকে, গোকুল থেকে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **গোকুলস্য**—গোকুলের; **হিত-এষিভিঃ**—এই স্থানের হিতৈষীদের দ্বারা; **আয়ান্তি**—ঘটছে; **অত্র**—এখানে; **মহা-উৎপাতাঃ**—মহা উৎপাতসমূহ; **বালানাম্**—কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি বালকদের; **নাশ-হেতবঃ**—তাদের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

তিনি বললেন—হে গোপগণ, গোকুলের হিতসাধন করার জন্য আমাদের এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। কারণ রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বালকদের প্রাণ বিনাশক নানা প্রকার মহা উৎপাত এখানে সর্বদা ঘটছে।

শ্লোক ২৪

মুক্তঃ কথঞ্চিদ্ রাক্ষস্যা বালঘ্ন্যা বালকো হ্যসৌ ।
হরেরনুগ্রহান্নূনমনশ্চোপরি নাপতৎ ॥ ২৪ ॥

মুক্তঃ—মুক্ত হয়েছে; **কথঞ্চিৎ**—কোন না কোনভাবে; **রাক্ষস্যাঃ**—পূতনা রাক্ষসীর হাত থেকে; **বালঘ্ন্যাঃ**—শিশুদের হত্যা করতে বদ্ধপরিকর; **বালকঃ**—বিশেষ করে শিশু কৃষ্ণকে; **হি**—যেহেতু; **অসৌ**—সে; **হরেঃ অনুগ্রহাৎ**—ভগবানের কৃপায়; **নূনম্**—বস্তুতপক্ষে; **অনঃ চ**—এবং শকটটি; **উপরি**—শিশুটির উপর; **ন**—না; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল।

অনুবাদ

বালক কৃষ্ণ কেবল ভগবানেরই কৃপায়, তাকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর পূতনা রাক্ষসীর হাত থেকে কোন না কোনভাবে রক্ষা পেয়েছিল। তারপর, পুনরায় ভগবানেরই কৃপায় শকটটি তার উপর পড়েনি।

শ্লোক ২৫

চক্রবাতেন নীতোঽয়ং দৈত্যেন বিপদং বিয়ৎ ।
শিলায়াং পতিতস্তত্র পরিত্রাতঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥ ২৫ ॥

চক্র-বাতেন—ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারণকারী (তৃণাবর্ত) অসুরটির দ্বারা; **নীতঃ অয়ম্**—কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়েছিল; **দৈত্যেন**—দৈত্যটির দ্বারা; **বিপদম্**—বিপদ;

বিয়ৎ—আকাশে; **শিলায়াম্**—পাথরের উপর; **পতিতঃ**—পতিত; **তত্র**—সেখানে; **পরিত্রাতঃ**—রক্ষা করেছিলেন; **সুর-ঈশ্বরৈঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা তাঁর পার্ষদদের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর ঘূর্ণিঝড়রূপী তৃণাবর্ত নামক দৈত্য তাকে হত্যা করার জন্য ভয়ঙ্করভাবে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু সেখান থেকে দৈত্যটি শিলার উপর পতিত হয়, সেই ক্ষেত্রেও ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা তাঁর পার্ষদেরা শিশুটিকে রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

যন্ন ম্রিয়েত দ্রুময়োরন্তরং প্রাপ্য বালকঃ ।
অসাবন্যতমো বাপি তদপ্যচ্যুতরক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥

যৎ—পুনরায়; **ন ম্রিয়েত**—মৃত্যু হয়নি; **দ্রুময়োঃ অন্তরম্**—দুটি বৃক্ষের মাঝখানে; **প্রাপ্য**—সে মাঝখানে থাকলেও; **বালকঃ অসৌ**—এই বালক কৃষ্ণ; **অন্যতমঃ**—অন্য কোন বালক; **বা অপি**—অথবা; **তৎ অপি অচ্যুত-রক্ষণম্**—সেই ক্ষেত্রেও ভগবান তাকে রক্ষা করেছিলেন।

অনুবাদ

সেদিনও, বৃক্ষ দুটির পতন হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ অথবা তার খেলার সাথীদের মৃত্যু হয়নি, যদিও তারা বৃক্ষ দুটির অতি নিকটে অথবা মাঝখানে ছিল। সেটিও ভগবানেরই কৃপা বলে মনে করতে হবে।

শ্লোক ২৭

যাবদৌৎপাতিকোঽরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ ।
তাবদ্ বালানুপাদায় যাস্যামোঽন্যত্র সানুগাঃ ॥ ২৭ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **ঔৎপাতিকঃ**—উৎপাত সৃষ্টিকারী; **অরিষ্টঃ**—অসুর; **ব্রজম্**—এই গোকুল ব্রজভূমিতে; **ন**—না; **অভিভবেৎ ইতঃ**—এই স্থান থেকে চলে যাওয়া; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **বালান্ উপাদায়**—বালকদের হিতের জন্য; **যাস্যামঃ**—আমরা যাব; **অন্যত্র**—অন্য কোনখানে; **স-অনুগাঃ**—আমাদের অনুগামীগণ সহ।

অনুবাদ

এই সমস্ত উপদ্রব কোন অজ্ঞাত অসুরের দ্বারা হচ্ছে। অন্য কোন উৎপাত করতে আসার পূর্বেই, আমাদের কর্তব্য এই সমস্ত বালকদের নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া, যেখানে এই ধরনের কোন উৎপাত হবে না।

তাৎপর্য

উপানন্দ বলেছিলেন, "ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় কৃষ্ণ সর্বদা নানা রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। চল, মৃত্যুর কারণস্বরূপ কোন অসুর আমাদের আক্রমণ করতে আসার আগেই আমরা এই স্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাই, যেখানে আমরা নিরুপদ্রবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতে পারব।" ভক্তের একমাত্র বাসনা হচ্ছে নিরুপদ্রবে ভগবানের সেবা করা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির সময়ও, নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য গোপেরা ভগবানের সান্নিধ্যে থাকলেও তাঁদের নানা প্রকার উৎপাতের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হয়। এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, এই প্রকার তথাকথিত উৎপাতে আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে কত উপদ্রব হয়েছে, কিন্তু তবুও আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়নি অথবা আমরা আমাদের কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিনি। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ এই আন্দোলনকে অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে গ্রহণ করছে এবং তারা কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক গ্রন্থাবলী দ্বিগুণ উৎসাহে ক্রয় করছে। এইভাবে উৎপাত এবং উৎসাহ যুগপৎ হতে দেখা যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের সময়ও তেমনই হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্ ।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্ ॥ ২৮ ॥

বনম্—অন্য আর একটি বন; **বৃন্দাবনম্ নাম**—বৃন্দাবন নামক; **পশব্যম্**—গাভী প্রভৃতি পশু পালনের অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান; **নব-কাননম্**—সেখানে বহু নব উদ্যান সদৃশ স্থান রয়েছে; **গোপ-গোপী-গবাম্**—সমস্ত গোপ, তাদের পরিবার এবং গাভীদের জন্য; **সেব্যম্**—অত্যন্ত সুখদায়ক এবং উপযুক্ত স্থান; **পুণ্য-অদ্রি**—সেখানে সুন্দর পর্বত রয়েছে; **তৃণ**—তৃণ; **বীরুধম্**—এবং লতা।

অনুবাদ

নন্দীশ্বর এবং মহাবনের মাঝখানে বৃন্দাবন নামক একটি স্থান রয়েছে। এই স্থানটি অত্যন্ত উপযুক্ত, কারণ সেখানে গাভী আদি পশুদের জন্য সুন্দর সবুজ ঘাস, লতা এবং গুল্ম রয়েছে। সেখানে অত্যন্ত সুন্দর কানন এবং উঁচু পর্বত রয়েছে, এবং সেই স্থানটি গোপ, গোপী এবং আমাদের পশুদের সুখদায়ক সমস্ত সুযোগ-সুবিধায় পূর্ণ।

তাৎপর্য

নন্দীশ্বর এবং মহাবনের মাঝখানে বৃন্দাবন অবস্থিত। পূর্বে গোপেরা মহাবনে বসতি স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও উৎপাত হওয়ায় গোপেরা দুটি গ্রামের মধ্যবর্তী বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

তত্তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্ক্ত মা চিরম্ ।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে ॥ ২৯ ॥

তৎ—তাই; **তত্র**—সেখানে; **অদ্য এব**—আজই; **যাস্যামঃ**—যাব; **শকটান্**—সমস্ত শকট; **যুঙ্ক্ত**—প্রস্তুত কর; **মা চিরম্**—আর দেরি না করে; **গো-ধনানি**—সমস্ত গাভী; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **যান্তু**—গমন করুক; **ভবতাম্**—তোমাদের সকলের; **যদি**—যদি; **রোচতে**—যদি সম্মত হয়।

অনুবাদ

অতএব চল, আমরা আজই এখনই সেখানে যাই। আর বিলম্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা যদি আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হও, তা হলে এখনই সমস্ত শকট প্রস্তুত করে গাভীদের পুরোভাগে নিয়ে চল এবং আমরা সেখানে গমন করি।

শ্লোক ৩০

তচ্ছ্রুত্বৈকধিয়ো গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ ।
ব্রজান্ স্বান্ স্বান্ সমাযুজ্য যযূ রূঢ়পরিচ্ছদাঃ ॥ ৩০ ॥

তৎ শ্রুত্বা—উপানন্দের এই উপদেশ শ্রবণ করে; **এক-ধিয়ঃ**—একমত হয়ে; **গোপাঃ**—সমস্ত গোপেরা; **সাধু সাধু**—অতি উত্তম, অতি উত্তম; **ইতি**—এইভাবে; **বাদিনঃ**—ঘোষণা করে; **ব্রজান্**—গাভীগণ; **স্বান্ স্বান্**—নিজের নিজের; **সমাযুজ্য**—একত্র করে; **যযুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **রূঢ়-পরিচ্ছদাঃ**—সমস্ত পরিচ্ছদ এবং সামগ্রী শকটে স্থাপন করে।

অনুবাদ

উপানন্দের সেই উপদেশ শ্রবণ করে সমস্ত গোপেরা একমত হয়ে "সাধু সাধু" বলে তা সমর্থন করেছিলেন, এবং তাঁদের গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণ, পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী শকটে স্থাপন করে, অচিরেই বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১-৩২

বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রিয়ো রাজন্ সর্বোপকরণানি চ ।
অনঃস্বারোপ্য গোপালা যত্তা আত্তশরাসনাঃ ॥ ৩১ ॥
গোধনানি পুরস্কৃত্য শৃঙ্গাণ্যাপূর্য সর্বতঃ ।
তূর্যঘোষেণ মহতা যযুঃ সহপুরোহিতাঃ ॥ ৩২ ॥

বৃদ্ধান্—সর্বপ্রথমে সমস্ত বৃদ্ধদের; **বালান্**—বালকদের; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীলোকদের; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সর্ব-উপকরণানি চ**—তারপর তাঁদের গৃহস্থালির সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি; **অনঃসু**—শকটে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **গোপালাঃ**—সমস্ত গোপগণ; **যত্তাঃ**—সাবধানপূর্বক; **আত্ত-শর-অসনাঃ**—ধনুর্বাণ ধারণ করে; **গোধনানি**—সমস্ত গাভীদের; **পুরস্কৃত্য**—সম্মুখে নিয়ে; **শৃঙ্গাণি**—শৃঙ্গ; **আপূর্য**—বাজিয়ে; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **তূর্য-ঘোষেণ**—ভেরী বাজিয়ে; **মহতা**—উচ্চরবে; **যযুঃ**—যাত্রা করেছিলেন; **সহ-পুরোহিতাঃ**—তাঁদের পুরোহিতগণ সহ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন বৃদ্ধ, বালক, রমণী এবং গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণ শকটে স্থাপন করে এবং গাভীদের সামনে রেখে গোপেরা অতি যত্নে ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক ভেরী এবং শৃঙ্গের শব্দে চতুর্দিক মুখরিত করে তাঁদের পুরোহিতগণ সহ যাত্রা শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য যে, গোকুলের অধিবাসীরা প্রধানত গোপ এবং কৃষক হলেও কিভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে হয় এবং স্ত্রী, বৃদ্ধ, গাভী, শিশু এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের রক্ষা করতে হয়, তা তাঁরা জানতেন।

শ্লোক ৩৩

গোপ্যো রূঢ়রথা নূত্নকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ ।
কৃষ্ণলীলা জগুঃ প্রীত্যা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ॥ ৩৩ ॥

গোপ্যঃ—গোপরমণীগণ; **রূঢ়-রথাঃ**—শকটে আরোহণ করে; **নূত্ন-কুচ-কুঙ্কুম-কান্তয়ঃ**—তাঁদের শরীর, বিশেষ করে তাঁদের স্তন নবীন কুমকুমে সুশোভিত ছিল; **কৃষ্ণ-লীলাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের লীলা; **জগুঃ**—তাঁরা গান করেছিলেন; **প্রীত্যা**—মহা আনন্দে; **নিষ্ক-কণ্ঠ্যঃ**—তাঁদের কণ্ঠদেশ পদকের দ্বারা শোভিত ছিল; **সু-বাসসঃ**—এবং তাঁরা অত্যন্ত সুন্দর বসন পরিধান করেছিলেন।

অনুবাদ

গোপ রমণীরা সুন্দর বসনে সজ্জিত হয়ে নব কুমকুমের দ্বারা তাঁদের স্তনযুগল রঞ্জিত করে, কণ্ঠদেশে পদক ধারণপূর্বক শকটে আরোহণ করেছিলেন এবং গমনকালে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করছিলেন।

শ্লোক ৩৪

তথা যশোদারোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে ।
রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎকথাশ্রবণোৎসুকে ॥ ৩৪ ॥

তথা—এবং; **যশোদা-রোহিণ্যে**—মা যশোদা এবং মা রোহিণী উভয়ে; **একম্ শকটম্**—একটি শকটে; **আস্থিতে**—বসে; **রেজতুঃ**—অত্যন্ত সুন্দর; **কৃষ্ণ-রামাভ্যাম্**—তাঁদের মাতা সহ কৃষ্ণ এবং বলরাম; **তৎ-কথা**—কৃষ্ণ এবং বলরামের লীলা; **শ্রবণ-উৎসুকে**—অত্যন্ত আনন্দ সহকারে শ্রবণ করতে করতে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ এবং বলরামের বিরহ সহনে অশক্ত মা যশোদা এবং রোহিণী দেবী কৃষ্ণ এবং বলরামকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের লীলা শ্রবণ করতে করতে শকটে আরোহণ করেছিলেন। এই অবস্থায় তখন তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই থেকে বোঝা যায় যে, মা যশোদা এবং রোহিণী ক্ষণিকের জন্যও কৃষ্ণ এবং বলরামের বিরহ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা হয় কৃষ্ণ-বলরামের পালন-পোষণে অথবা তাঁদের মহিমা কীর্তন করে তাঁদের সময় অতিবাহিত করতেন। এইভাবে মা যশোদা এবং রোহিণীদেবীকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাত ।

শ্লোক ৩৫

বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্বকালসুখাবহম্ ।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্ধচন্দ্রবৎ ॥ ৩৫ ॥

বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবন নামক পবিত্র স্থানে; **সম্প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **সর্ব-কাল-সুখ-আবহম্**—যেই স্থান সর্বঋতুতেই সুখদায়ক; **তত্র**—সেখানে; **চক্রুঃ**—তারা করেছিলেন; **ব্রজ-আবাসম্**—ব্রজবাসীদের নিবাসস্থল; **শকটৈঃ**—শকটের দ্বারা; **অর্ধ-চন্দ্রবৎ**—অর্ধচন্দ্রাকারে।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁরা সমস্ত ঋতুতে সমান সুখদায়ক বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করে, শকটসমূহের দ্বারা অর্ধচন্দ্রাকারে তাঁদের সাময়িক নিবাসস্থান রচনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে—

শকটীবাটপর্যন্তশ্চন্দ্রার্ধকারসংস্থিতে ।

এবং *হরিবংশেও* উল্লেখ করা হয়েছে—

কণ্টকীভিঃ প্রবৃদ্ধাভিস্তথা কন্টকীভির্দ্রুমৈঃ ।
নিখাতোচ্ছ্রিতশাখাভিরভিগুপ্তং সমন্ততঃ ॥

চতুর্দিকে বেড়া বানাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সর্বদিক ইতিমধ্যেই কণ্টক বৃক্ষের দ্বারা আবৃত ছিল, এবং এইভাবে কণ্টক বৃক্ষ, শকট এবং পশুরা ব্রজবাসীদের সাময়িক নিবাসস্থানটিকে বেষ্টন করেছিল।

শ্লোক ৩৬

বৃন্দাবনং গোবর্ধনং যমুনাপুলিনানি চ ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতী রামমাধবয়োর্নৃপ ॥ ৩৬ ॥

বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবন নামক স্থান; **গোবর্ধনম্**—গোবর্ধন পর্বত সহ; **যমুনা-পুলিনানি চ**—এবং যমুনা নদীর তট; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **আসীৎ**—ছিলেন অথবা উপভোগ করেছিলেন; **উত্তমা প্রীতী**—পরম আনন্দ; **রাম-মাধবয়োঃ**—শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রাম এবং কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন, গোবর্ধন এবং যমুনা নদীর তট দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্রজ-ওকসাম্**—সমস্ত ব্রজবাসীদের; **প্রীতিম্**—আনন্দ; **যচ্ছন্তৌ**—দান করে; **বাল-চেষ্টিতৈঃ**—বাল্যলীলা-বিলাসের দ্বারা; **কল-বাক্যৈঃ**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **স্ব-কালেন**—যথাসময়ে; **বৎস-পালৌ**—গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য; **বভূবতুঃ**—বড় হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে কৃষ্ণ এবং বলরাম ছোট্ট বালকের মতো আধো আধো স্বরে কথা বলে সমস্ত ব্রজবাসীদের দিব্য আনন্দ প্রদান করেছিলেন। যথাসময়ে তাঁরা গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণ করার উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন একটু বড় হয়েছিলেন, তখন তাঁরা গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। অত্যন্ত সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁদের গোবৎস পালন করতে হয়েছিল। সেটিই ছিল শিক্ষার পদ্ধতি। যারা ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেনি, তাদের পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষাদান করা হত না। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র অধ্যয়নের শিক্ষা দেওয়া হত, ক্ষত্রিয়দের রাজ্য-শাসনের শিক্ষা দেওয়া হত এবং বৈশ্যদের কৃষিকার্য ও গোরক্ষার শিক্ষা দেওয়া হত। স্কুলে গিয়ে অনর্থক শিক্ষালাভ করে সময় নষ্ট করা এবং তারপর বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। কৃষ্ণ গোপালন করতেন এবং বাঁশি বাজাতেন আর বলরাম তাঁর লাঙ্গল দিয়ে কৃষিকার্য করতেন।

শ্লোক ৩৮

অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালদারকৈঃ ।
চারয়ামাসতুর্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥ ৩৮ ॥

অবিদূরে—ব্রজবাসীদের গৃহ থেকে খুব একটা দূরে নয়; **ব্রজ-ভুবঃ**—ব্রজভূমি থেকে; **সহ গোপাল-দারকৈঃ**—অন্য গোপবালকদের সঙ্গে; **চারয়াম্ আসতুঃ**—চারণ করেছিলেন; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **নানা**—বিবিধ; **ক্রীড়া**—ক্রীড়া; **পরিচ্ছদৌ**—সুন্দর বেশভূষা এবং উপকরণে সজ্জিত হয়ে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের গৃহের অদূরে নানাবিধ খেলার উপকরণ নিয়ে, অন্য গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করেছিলেন এবং গোবৎস চারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯-৪০

ক্বচিদ্ বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ ।
ক্বচিৎ পাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ ॥ ৩৯ ॥
বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্ ।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ৪০ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **বাদয়তঃ**—বাজিয়ে; **বেণুম্**—বাঁশি; **ক্ষেপণৈঃ**—নিক্ষেপক রজ্জুর দ্বারা; **ক্ষিপতঃ**—ফল পাড়বার জন্য পাথর ছুঁড়ে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **ক্বচিৎ পাদৈঃ**—কখনও কখনও পায়ের দ্বারা; **কিঙ্কিণীভিঃ**—নূপুরের শব্দের দ্বারা; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **কৃত্রিম-গো-বৃষৈঃ**—কৃত্রিমভাবে গাভী এবং বৃষ হয়ে; **বৃষায়মাণৌ**—পশুদের অনুকরণ করে; **নর্দন্তৌ**—উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করে; **যুযুধাতে**—তাঁরা যুদ্ধ করতেন; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **অনুকৃত্য**—অনুকরণ করে; **রুতৈঃ**—ধ্বনির দ্বারা; **জন্তূন্**—পশুদের; **চেরতুঃ**—তাঁরা বিচরণ করতেন; **প্রাকৃতৌ**—দুটি সাধারণ নরশিশুর মতো; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

কখনও কখনও কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের বাঁশি বাজাতেন, কখনও কখনও তাঁরা গাছ থেকে ফল পাড়বার জন্য সূতায় পাথর বেঁধে তা ছুঁড়তেন, কখনও কখনও তাঁরা কেবল পাথরই ছুঁড়তেন, এবং কখনও আবার তাঁদের পায়ের নূপুর বাজিয়ে বেল অথবা আমলকী আদি ফল নিয়ে পা দিয়ে তা আঘাত করে খেলতেন। কখনও কখনও তাঁরা কম্বল দিয়ে নিজেদের ঢেকে কৃত্রিম গাভী এবং বৃষরূপ ধারণ করে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন, এবং কখনও আবার তাঁরা অন্যান্য পশুদের শব্দ অনুকরণ করতেন। এইভাবে তাঁরা দুটি সাধারণ নরশিশুর মতো বিহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবন ময়ূরে পূর্ণ। *কূজৎকোকিলহংসসারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে।* বৃন্দাবনের বন কোকিল, করণ্ডব, হংস, ময়ূর, সারস, বানর, বৃষ এবং গাভীতে পূর্ণ। তাই কৃষ্ণ এবং বলরাম সেই সমস্ত পশুদের শব্দের অনুকরণ করে খেলা করতেন।

শ্লোক ৪১

কদাচিদ্ যমুনাতীরে বৎসাংশ্চারয়তোঃ স্বকৈঃ ।
বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ ॥ ৪১ ॥

কদাচিৎ—কখনও কখনও; **যমুনা-তীরে**—যমুনার তীরে; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **চারয়তোঃ**—তাঁরা যখন চারণ করতেন; **স্বকৈঃ**—তাঁদের নিজেদের; **বয়স্যৈঃ**—অন্যান্য খেলার সাথীদের সঙ্গে; **কৃষ্ণ-বলয়োঃ**—কৃষ্ণ এবং বলরাম; **জিঘাংসুঃ**—

তাঁদের বধ করার বাসনায়; **দৈত্যঃ**—আর একটি দৈত্য; **আগমৎ**—সেখানে এসেছিল।

অনুবাদ

একদিন রাম এবং কৃষ্ণ যখন তাঁদের খেলার সাথীদের সঙ্গে যমুনার তীরে গোবৎস চারণ করছিলেন তখন তাঁদের বধ করার জন্য একটি অসুর সেখানে আসে।

শ্লোক ৪২

তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ ।
দর্শয়ন্ বলদেবায় শনৈর্মুগ্ধ ইবাসদৎ ॥ ৪২ ॥

তম্—অসুরটিকে; **বৎস-রূপিণম্**—গোবৎসের রূপ ধারণকারী; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বৎস-যূথ-গতম্**—সেই অসুরটি যখন গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **দর্শয়ন্**—দেখিয়েছিলেন; **বলদেবায়**—বলদেবকে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **মুগ্ধঃ ইব**—যেন তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি; **আসদৎ**—অসুরটির কাছে এসেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান যখন দেখলেন যে, একটি অসুর গোবৎসের রূপ ধারণ করে গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তখন তিনি বলদেবকে সেই অসুরটি দেখিয়ে বলেছিলেন, "আর একটি অসুর এখানে এসেছে।" তারপর তিনি ধীরে ধীরে সেই অসুরটির কাছে গিয়েছিলেন, যেন তিনি অসুরটির অভিপ্রায় কিছুই বুঝতে পারেননি।

তাৎপর্য

মুগ্ধ ইব শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ যদিও সব কিছুই জানেন, তবুও এখানে তিনি অসুরটি যে কেন গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তা না জানার ভান করেছেন এবং সঙ্কেতের দ্বারা তিনি বলরামকে তা জানিয়েছেন।

শ্লোক ৪৩

গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গূলমচ্যুতঃ ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্ গতজীবিতম্ ।
স কপিত্থৈর্মহাকায়ঃ পাত্যমানৈঃ পপাত হ ॥ ৪৩ ॥

গৃহীত্বা—ধরে; **অপর-পাদাভ্যাম্**—পিছনের পা দুটি; **সহ**—সহ; **লাঙ্গূলম্**—লেজ; **অচ্যুতঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ভ্রাময়িত্বা**—প্রচণ্ড বেগে ঘোরাতে ঘোরাতে; **কপিত্থ-অগ্রে**—একটি কপিত্থ বৃক্ষের উপর; **প্রাহিণোৎ**—তাকে ছুড়ে ফেলেছিলেন; **গত-জীবিতম্**—প্রাণহীন দেহ; **সঃ**—সেই অসুর; **কপিত্থৈঃ**—কপিত্থ বৃক্ষসহ; **মহা-কায়ঃ**—বিশাল শরীর ধারণ করে; **পাত্যমানৈঃ**—এবং গাছটি যখন পতিত হচ্ছিল; **পপাত হ**—তার দেহটিও ভূমিতে পতিত হয়।

অনুবাদ

তারপর শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরটির পিছনের পা এবং লেজটি ধরে প্রচণ্ড বেগে অসুরটি দেহত্যাগ না করা পর্যন্ত তা ঘোরাতে থাকেন, এবং তারপর তা একটি কপিত্থ বৃক্ষের উপর ছুড়ে ফেলেন। যখন সেই বিশালকায় দৈত্যের দেহের ভারে কপিত্থ বৃক্ষটি ভেঙ্গে পড়ে, তখন সেই অসুরটির দেহটিও ভূপতিত হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ এমনভাবে সেই অসুরটিকে সংহার করেছিলেন, যেন সেই অসুরের দেহটি দিয়ে কপিত্থ ফল পেড়ে বলরাম এবং অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে তিনি তা খেতে পারেন। কপিত্থকে কখনও কখনও কৎবেল বলা হয়। এই ফলটির ভিতরে নরম মণ্ড অত্যন্ত সুস্বাদু। তার স্বাদ টক-মিষ্টি এবং সকলেই তা খেতে ভালবাসে।

শ্লোক ৪৪

তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি ।
দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টা বভূবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥ ৪৪ ॥

তম্—এই ঘটনা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিতাঃ**—অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন; **বালাঃ**—অন্য বালকেরা; **শশংসুঃ**—বহু প্রশংসা করেছিলেন; **সাধু সাধু ইতি**—"সাধু, সাধু" বলে; **দেবাঃ চ**—এবং স্বর্গের দেবতারাও; **পরিসন্তুষ্টাঃ**—অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে; **বভূবুঃ**—হয়েছিলেন; **পুষ্প-বর্ষিণঃ**—শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

অনুবাদ

অসুরের মৃত দেহটি দর্শন করে সমস্ত গোপবালকেরা উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠেছিলেন, "কৃষ্ণ! খুব ভাল হয়েছে! খুব ভাল হয়েছে! তোমাকে ধন্যবাদ!" স্বর্গের দেবতারাও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তাঁরা ভগবানের উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্বলোকৈকপালকৌ ।
সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥ ৪৫ ॥

তৌ—কৃষ্ণ এবং বলরাম; **বৎস-পালকৌ**—যেন গোবৎসদের পালন করে; **ভূত্বা**—হয়ে; **সর্বলোক-এক-পালকৌ**—যদিও তাঁরা সারা জগতের সমস্ত জীবের পালক; **স-প্রাতঃ-আশৌ**—প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করে; **গো-বৎসান্**—সমস্ত গোবৎসদের; **চারয়ন্তৌ**—চারণ করে; **বিচেরতুঃ**—ইতস্তত বিচরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই অসুরটিকে সংহার করার পর কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করেছিলেন, এবং গোবৎসদের চারণ করতে করতে ইতস্তত বিচরণ করেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম সমস্ত জগতের পালক, কিন্তু এখন তাঁরা গোপালক রূপে গোবৎসদের পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। জড় জগতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কার্য ছিল দুষ্কৃতীদের সংহার করা। তার ফলে তাঁর দৈনন্দিন কার্যে কোন ব্যাঘাত হয়নি কারণ সেটি ছিল তাঁর নিত্য কর্ম। তিনি যখন যমুনার তীরে গোবৎস চারণ করতেন, তখন প্রতিদিনই প্রায় দু-তিনটি ঘটনা ঘটত, এবং যদিও সেগুলি ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তবুও একের পর এক অসুর সংহার করা তাঁর দৈনন্দিন কার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শ্লোক ৪৬

স্বং স্বং বৎসকুলং সর্বে পায়য়িষ্যন্ত একদা ।
গত্বা জলাশয়াভ্যাশং পায়য়িত্বা পপুর্জলম্ ॥ ৪৬ ॥

স্বম্ স্বম্—নিজের নিজের; **বৎস-কুলম্**—গোবৎসগণ; **সর্বে**—কৃষ্ণ-বলরাম তথা সমস্ত বালকেরা; **পায়য়িষ্যন্তঃ**—তাদের জল পান করানোর বাসনায়; **একদা**—একদিন; **গত্বা**—গিয়ে; **জল-আশয়-অভ্যাশম্**—জলাশয়ের নিকটে; **পায়য়িত্বা**—পশুদের জলপান করিয়ে; **পপুঃ জলম্**—তাঁরাও জল পান করেছিলেন।

অনুবাদ

একদিন কৃষ্ণ-বলরাম সহ সমস্ত বালকেরা তাঁদের নিজ নিজ গোবৎসদের জল পান করাবার জন্য জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হয়ে তাদের জল পান করিয়েছিলেন, এবং তারপর তাঁরা নিজেরাও জল পান করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্ ।
তত্রসুর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্ ॥ ৪৭ ॥

তে—তাঁরা; **তত্র**—সেখানে; **দদৃশুঃ**—দর্শন করেছিলেন; **বালাঃ**—সমস্ত বালকেরা; **মহা-সত্ত্বম্**—এক বিশাল শরীর; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত; **তত্রসুঃ**—ভীত হয়েছিলেন; **বজ্র-নির্ভিন্নম্**—বজ্রাঘাতে ভগ্ন; **গিরেঃ শৃঙ্গম্**—পর্বতশৃঙ্গ; **ইব**—সদৃশ; **চ্যুতম্**—পতিত।

অনুবাদ

বালকেরা সেই জলাশয়ের নিকটে বজ্রাঘাতে ভগ্ন গিরিশৃঙ্গ সদৃশ একটি বিশাল শরীর দর্শন করেছিলেন। এই প্রকার এক বিশাল প্রাণী দর্শন করে তাঁরা ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৮

স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্ ।
আগত্য সহসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্ বলী ॥ ৪৮ ॥

সঃ—সেই প্রাণীটি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বকঃ নাম**—বকাসুর নামক; **মহান্ অসুরঃ**—মহা অসুর; **বক-রূপ-ধৃক্**—এক বিশাল বকের আকৃতি ধারণ করেছিল; **আগত্য**—সেখানে এসে; **সহসা**—সহসা; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণকে; **তীক্ষ্ণ-তুণ্ডঃ**—তীক্ষ্ণ চঞ্চু; **অগ্রসৎ**—গ্রাস করেছিল; **বলী**—অত্যন্ত বলবান।

অনুবাদ

সেই বিশালকায় অসুরটি ছিল বকাসুর। সে এক তীক্ষ্ণচঞ্চু বকের রূপ ধারণ করেছিল। সেখানে এসে সে সহসা শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করেছিল।

শ্লোক ৪৯

কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ ।
বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণম্—কৃষ্ণকে; **মহা-বক-গ্রস্তম্**—মহাবক কর্তৃক গ্রস্ত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **রাম-আদয়ঃ অর্ভকাঃ**—বলরাম আদি বালকেরা; **বভূবুঃ**—হয়েছিলেন; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **ইব**—সদৃশ; **বিনা**—রহিত; **প্রাণম্**—প্রাণ; **বিচেতসঃ**—অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন, প্রায় অচেতন।

অনুবাদ

বলরাম এবং অন্যান্য বালকেরা যখন দেখলেন যে, বিশাল বকটি শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করেছে, তখন তাঁরা প্রাণহীন ইন্দ্রিয়ের মতো প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলরাম যদিও সব কিছুই করতে পারেন, তবুও তাঁর ভায়ের প্রতি গভীর স্নেহবশত তিনি ক্ষণিকের জন্য মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এমনই একটি ঘটনার বর্ণনা রুক্মিণী-হরণ সম্বন্ধেও করা হয়েছে। রুক্মিণীকে হরণ করার পর কৃষ্ণ যখন সমস্ত রাজাদের দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করা পর্যন্ত, রুক্মিণী ক্ষণিকের জন্য মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০

তং তালমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্-
গোপালসূনুং পিতরং জগদ্গুরোঃ ।
চচ্ছর্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বক-
স্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত ॥ ৫০ ॥

তম্—কৃষ্ণ; **তালু-মূলম্**—তালুর মূল; **প্রদহন্তম্**—দহন করে; **অগ্নি-বৎ**—অগ্নির মতো; **গোপাল-সূনুম্**—গোপাল-বালক শ্রীকৃষ্ণ; **পিতরম্**—পিতা; **জগৎ-গুরোঃ**—ব্রহ্মার; **চচ্ছর্দ**—তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **অতি-রুষা**—অত্যন্ত ক্রোধে; **অক্ষতম্**—অক্ষত; **বকঃ**—বকাসুর; **তুণ্ডেন**—তার তীক্ষ্ণ চঞ্চুর দ্বারা; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **পুনঃ**—পুনরায়; **অভ্যপদ্যত**—চেষ্টা করেছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মারও পিতা গোপাল-বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ অগ্নির মতো উত্তপ্ত হয়ে সেই অসুরের তালুমূল দহন করেছিলেন, এবং তার ফলে সেই বকাসুর তৎক্ষণাৎ তাঁকে উদ্গীরণ করেছিল। কৃষ্ণকে গ্রাস করা সত্ত্বেও অক্ষত দেখে, সে পুনরায় তার তীক্ষ্ণ চঞ্চুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যদিও পদ্মফুলের মতো কোমল, তবুও তিনি অগ্নির থেকেও উত্তপ্ত হয়ে বকাসুরের তালুমূল দহন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীর যদিও মিছরি থেকেও মধুর, তবুও বকাসুরের কাছে তা অত্যন্ত তিক্ত বলে মনে হয়েছিল এবং সে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে তার মুখ থেকে উদ্গীরণ করেছিল। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) বলা হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।* শ্রীকৃষ্ণকে যখন শত্রু বলে মনে করা হয়, তখন তাঁর সেই অভক্তের কাছে তিনি সব চাইতে অসহনীয় বস্তুরূপে প্রতিভাত হন, এবং সে তখন অন্তরে ও বাইরে শ্রীকৃষ্ণকে সহ্য করতে পারে না। এখানে বকাসুরের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫১

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়ো-
র্দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং পতিঃ ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া
মুদাবহো বীরণবদ্ দিবৌকসাম্ ॥ ৫১ ॥

তম্—বকাসুরকে; **আপতন্তম্**—তাঁকে পুনরায় আক্রমণ করতে উদ্যত; **সঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **নিগৃহ্য**—ধারণ করে; **তুণ্ডয়োঃ**—চঞ্চুর দ্বারা; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **বকম্**—বকাসুর; **কংস-সখম্**—কংসের সখা এবং অনুচর; **সতাম্ পতিঃ**—বৈষ্ণবদের

পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পশ্যৎসু**—তাঁদের সামনে; **বালেষু**—সমস্ত গোপবালকদের; **দদার**—দ্বিধা বিভক্ত করেছিলেন; **লীলয়া**—অবলীলাক্রমে; **মুদা-আবহঃ**—এই কার্যটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছিল; **বীরণ-বৎ**—বীরণ ঘাসের মতো; **দিবৌকসাম্**—স্বর্গের দেবতাদের।

অনুবাদ

বৈষ্ণবদের পতি শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, কংসের সখা বকাসুর পুনরায় তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে, তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে সেই অসুরের চঞ্চুদ্বয় ধারণ করে সমস্ত গোপবালকদের সম্মুখে বীরণ ঘাসের মতো তাকে দ্বিধা বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে অসুরটিকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদেরও আনন্দ বিধান করেছিলেন।

শ্লোক ৫২

তদা বকারিং সুরলোকবাসিনঃ
সমাকিরন্ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ ।
সমীড়িরে চানকশঙ্খসংস্তবৈ-
স্তদ্ বীক্ষ্য গোপালসুতা বিসিস্মিরে ॥ ৫২ ॥

তদা—তখন; **বক-অরিম্**—বকাসুরের শত্রুকে; **সুর-লোক-বাসিনঃ**—স্বর্গলোকবাসীগণ; **সমাকিরন্**—পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন; **নন্দন-মল্লিকা-আদিভিঃ**—নন্দনকানন জাত মল্লিকা আদি পুষ্পের দ্বারা; **সমীড়িরে**—তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন; **চ**—এবং; **আনক-শঙ্খ-সংস্তবৈঃ**—দুন্দুভি, শঙ্খ এবং স্তবের দ্বারা; **তৎ বীক্ষ্য**—তা দেখে; **গোপাল-সুতাঃ**—গোপবালকেরা; **বিসিস্মিরে**—বিস্মিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তখন স্বর্গের দেবতারা বকাসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের উপর নন্দনকানন জাত মল্লিকা পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন এবং দুন্দুভি ও শঙ্খ বাজিয়ে তাঁর স্তব করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তা দেখে গোপবালকেরা বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

মুক্তং বকাস্যাদুপলভ্য বালকা
রামাদয়ঃ প্রাণমিবেন্দ্রিয়ো গণঃ ।
স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতাঃ
প্রণীয় বৎসান্ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ ॥ ৫৩ ॥

মুক্তম্—এইভাবে মুক্ত; **বক-আস্যাৎ**—বকাসুরের মুখ থেকে; **উপলভ্য**—ফিরে পেয়ে; **বালকাঃ**—খেলার সাথী সমস্ত বালকেরা; **রাম-আদয়ঃ**—বলরাম আদি; **প্রাণম্**—প্রাণ; **ইব**—সদৃশ; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়; **গণঃ**—সমূহ; **স্থান-আগতম্**—তাঁদের নিজ নিজ স্থানে গিয়ে; **তম্**—কৃষ্ণকে; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **নির্বৃতাঃ**—বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে; **প্রণীয়**—একত্র করে; **বৎসান্**—সমস্ত গোবৎসদের; **ব্রজম্ এত্য**—ব্রজভূমিতে ফিরে গিয়ে; **তৎ জগুঃ**—উচ্চৈঃস্বরে সেই ঘটনা ঘোষণা করেছিলেন।

অনুবাদ

প্রাণ ফিরে এলে যেমন ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হয়, তেমনই এই বিপদ থেকে কৃষ্ণ মুক্ত হলে, বলরাম প্রভৃতি বালকেরা যেন তাঁদের প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। তাঁরা সুস্থ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তারপর তাঁদের নিজ নিজ গোবৎসদের একত্র করে তাঁরা ব্রজভূমিতে ফিরে গিয়ে, উচ্চৈঃস্বরে সেই ঘটনাটি কীর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বনে শ্রীকৃষ্ণ অসুর-বধের যে সমস্ত বিভিন্ন লীলাবিলাস করতেন, ব্রজবাসীরা সেই ঘটনা বর্ণনা করে কবিতা রচনা করতেন। তাঁরা নিজেরাই সেই কবিতা রচনা করতেন অথবা সেখানকার কবিদের দ্বারা তা রচনা করাতেন, এবং তারপর তাঁরা সেই সমস্ত ঘটনা কীর্তন করতেন। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, বালকেরা উচ্চৈঃস্বরে তা কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৪

শ্রুত্বা তদ্ বিস্মিতা গোপা গোপ্যশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ ।
প্রেত্যাগতমিবোৎসুক্যাদৈক্ষন্ত তৃষিতেক্ষণাঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **তৎ**—সেই ঘটনা; **বিস্মিতাঃ**—আশ্চর্যান্বিতা হয়ে; **গোপাঃ**—গোপেরা; **গোপ্যঃ চ**—এবং তাঁদের পত্নীগণ; **অতি-প্রিয়-আদৃতাঃ**—মহা আনন্দে সেই ঘটনাটি শ্রবণ করেছিলেন; **প্রেত্য আগতম্ ইব**—তাঁরা মনে করেছিলেন, যেন সেই বালকেরা মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছে; **উৎসুক্যাৎ**—অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে; **ঐক্ষন্ত**—সেই বালকদের উপর দৃষ্টিপাত করেছিলেন; **তৃষিত-ঈক্ষণাঃ**—পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ এবং বালকদের থেকে তাঁদের চোখ ফেরাতে পারলেন না।

অনুবাদ

বনে বকাসুর বধের ঘটনা শ্রবণ করে গোপ এবং গোপীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে এবং সেই ঘটনা শ্রবণ করে তাঁদের মনে হয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বালকেরা যেন মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন। তাই তাঁরা নীরব নয়নে শ্রীকৃষ্ণ এবং বালকদের দর্শন করতে লাগলেন এবং তাঁদের নিরাপদ দেখে তাঁদের থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রীতিবশত গোপ এবং গোপীরা কৃষ্ণ এবং বালকেরা যে কিভাবে রক্ষা পেয়েছে, সেই কথা চিন্তা করে কেবল নীরব ছিলেন। গোপ এবং গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ এবং বালকদের দর্শন করতে লাগলেন এবং তাঁদের থেকে নিজেদের চোখ ফেরাতে পারলেন না।

শ্লোক ৫৫

অহো বতাস্য বালস্য বহবো মৃত্যবোঽভবন্ ।
অপ্যাসীদ্ বিপ্রিয়ং তেষাং কৃতং পূর্বং যতো ভয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

অহো বত—এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **অস্য**—এই; **বালস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **বহবঃ**—বহু; **মৃত্যবঃ**—মৃত্যুর কারণ; **অভবন্**—আবির্ভূত হয়েছে; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **আসীৎ**—ছিল; **বিপ্রিয়ম্**—মৃত্যুর কারণ; **তেষাম্**—তাদের; **কৃতম্**—করেছে; **পূর্বম্**—পূর্বে; **যতঃ**—যা থেকে; **ভয়ম্**—মৃত্যুর ভয় ছিল।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ আদি গোপেরা বলতে লাগলেন—এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এই বালক শ্রীকৃষ্ণের অনেক প্রকার মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই সমস্ত ভয়ের কারণেরই মৃত্যু হয়েছে।

তাৎপর্য

সরলচিত্ত গোপেরা মনে করেছিলেন, "যেহেতু আমাদের কৃষ্ণ অত্যন্ত সরল, তাই তার মৃত্যুর যে সমস্ত কারণ উপস্থিত হয়েছিল, তাদেরই মৃত্যু হয়েছে। সেটি ভগবানের অসীম কৃপা।"

শ্লোক ৫৬

অথাপ্যভিভবন্ত্যেনং নৈব তে ঘোরদর্শনাঃ ।
জিঘাংসয়ৈনমাসাদ্য নশ্যন্ত্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥ ৫৬ ॥

অথ অপি—যদিও তারা আক্রমণ করতে এসেছিল; **অভিভবন্তি**—তারা হত্যা করতে সক্ষম; **এনম্**—এই বালকটিকে; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তে**—তারা সকলে; **ঘোর-দর্শনাঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন; **জিঘাংসয়া**—হিংসার ফলে; **এনম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **আসাদ্য**—কাছে এসে; **নশ্যন্তি**—বিনষ্ট হয়েছে (আক্রমণকারীর মৃত্যু হয়); **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **পতঙ্গ-বৎ**—পতঙ্গের মতো।

অনুবাদ

এই সমস্ত দৈত্যেরা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এবং তারা মৃত্যুর কারণ হলেও এই বালক কৃষ্ণকে হত্যা করতে পারেনি। পক্ষান্তরে, যেহেতু তারা একটি অসহায় বালককে হত্যা করতে এসেছিল, তাই তার কাছে আসামাত্রই তারা অগ্নিতে পতঙ্গের মতো নিহত হয়েছে।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ সরলভাবে মনে করেছিলেন, "হয়ত পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত অসুরদের বধ করেছিলেন, এবং তাই এই জন্মে তারা প্রতিশোধ নেবার জন্য তাকে আক্রমণ করছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অগ্নির মতো এবং তারা পতঙ্গের মতো, এবং অগ্নি এবং পতঙ্গের মধ্যে সংগ্রামে সর্বদা অগ্নিরই জয় হয়।" অসুর এবং ভগবানের শক্তির

মধ্যে সর্বদাই সংগ্রাম হচ্ছে। *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্* (*ভগবদ্গীতা* ৪/৮)। যে ব্যক্তি ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে, জন্ম-জন্মান্তরে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ মানুষেরা কর্মের অধীন, কিন্তু ভগবান সর্বদাই অসুরদের পরাজিত করেন।

শ্লোক ৫৭

অহো ব্রহ্মবিদাং বাচো নাসত্যাঃ সন্তি কর্হিচিৎ ।
গর্গো যদাহ ভগবানন্বভাবি তথৈব তৎ ॥ ৫৭ ॥

অহো—কি আশ্চর্যজনক; **ব্রহ্ম-বিদাম্**—ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞদের; **বাচঃ**—বাক্য; **ন**—কখনই হয় না; **অসত্যাঃ**—মিথ্যা; **সন্তি**—হয়; **কর্হিচিৎ**—কোন সময়; **গর্গঃ**—গর্গমুনি; **যৎ**—যা কিছু; **আহ**—ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী গর্গমুনি; **অন্বভাবি**—ঠিক তাই হচ্ছে; **তথা এব**—যেমন; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞদের বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, গর্গমুনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা এখন আমরা সবিস্তারে অনুভব করছি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসূত্রে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে মানব-জীবনের সিদ্ধি লাভের জন্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানা অবশ্য কর্তব্য। গভীর বাৎসল্য স্নেহবশত নন্দ মহারাজ কৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে পারেননি। গর্গমুনি *বেদ* অধ্যয়নের দ্বারা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছুই অবগত ছিলেন, কিন্তু নন্দ মহারাজ কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারেননি। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমবশত তিনি ভুলে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ কে, এবং তিনি কৃষ্ণের ক্ষমতা বুঝতে পারেননি। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সাক্ষাৎ নারায়ণ, তবুও গর্গমুনি তা প্রকাশ করেননি। এইভাবে নন্দ মহারাজ গর্গমুনির বাক্যের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তাঁর গভীর বাৎসল্য স্নেহবশত তিনি বুঝতে পারেননি শ্রীকৃষ্ণ কে, যদিও গর্গমুনি তাঁকে বলেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী ঠিক নারায়ণেরই গুণাবলীর মতো।

শ্লোক ৫৮

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা ।
কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ মহারাজ প্রমুখ সমস্ত গোপেরা; **গোপাঃ**—গোপগণ; **কৃষ্ণ-রাম-কথাম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাম সম্বন্ধীয় ঘটনার বর্ণনা; **মুদা**—গভীর আনন্দে; **কুর্বন্তঃ**—তা করে; **রমমাণাঃ চ**—আনন্দ উপভোগ করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রীতি বর্ধন করেছিলেন; **ন**—না; **অবিন্দন্**—অনুভব করেছিলেন; **ভব-বেদনাম্**—জড়-জাগতিক অস্তিত্বের ক্লেশ।

অনুবাদ

এইভাবে নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপেরা পরম আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের লীলা সম্বন্ধীয় কথা আস্বাদন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা সংসার-দুঃখ অনুভব করেননি।

তাৎপর্য

এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা অধ্যয়ন অথবা আলোচনা করার ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। *সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/২)। বৃন্দাবনের নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা এই জড় জগতের সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা অসুর সৃষ্ট নানা প্রকার উপদ্রবের সম্মুখীন হলেও কখনও এই জড় জগতের ক্লেশ অনুভব করেননি। এটি একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। আমরা যদি নন্দ মহারাজ আদি গোপদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তা হলে কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলা আলোচনা করে আমরা সুখী হতে পারি।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/৬)

ব্যাসদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যাতে কেবল ভাগবত-কথা আলোচনার দ্বারা প্রতিটি মানুষ তাঁর চিন্ময় স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এমন কি এখনও *শ্রীমদ্ভাগবত* অনুসরণ করে প্রতিটি স্থানে প্রতিটি ব্যক্তি জড় জগতের ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে সুখী হতে পারেন। কোন রকম কৃচ্ছ্রসাধন অথবা তপস্যা করার প্রয়োজন

নেই, কারণ এই যুগে তপস্যা করা অত্যন্ত কঠিন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ঘোষণা করেছেন, *সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্*। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা আমরা *শ্রীমদ্ভাগবত* বিতরণ করার চেষ্টা করছি যাতে পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ এবং কীর্তন করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে মগ্ন হতে পারেন এবং সমস্ত জড়-জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৫৯

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে ।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥ ৫৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিহারৈঃ**—বিভিন্ন লীলার দ্বারা; **কৌমারৈঃ**—শিশুসুলভ; **কৌমারম্**—বাল্যাবস্থা; **জহতুঃ**—(কৃষ্ণ এবং বলরাম) অতিবাহিত করেছিলেন; **ব্রজে**—ব্রজভূমিতে; **নিলায়নৈঃ**—লুকোচুরি খেলা; **সেতু-বন্ধৈঃ**—সমুদ্রে সেতু বন্ধন; **মর্কট**—বানরের মতো; **উৎপ্লবন-আদিভিঃ**—লম্ফন ইত্যাদি।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম লুকোচুরি খেলা, সেতুনির্মাণ এবং বানরের মতো লম্ফন প্রভৃতি শিশুসুলভ খেলায় রত থেকে ব্রজভূমিতে তাদের শৈশব অতিবাহিত করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।